

ইবাদত কবুল হওয়ার শর্ত

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদাত করার জন্য। আর ইবাদাত মনগড়া করলে, খেয়াল খুশি মত করলে তা কবুল হবে না। এজন্যে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার মতই ইবাদাত কোরতে হবে।

মুসলিম ব্যক্তির ইবাদাত কবুল হওয়ার জন্য দুটি শর্ত। যথা-

(১) إِيْلَاصُ الْعِبَادَةِ اللّٰهِ (২) اِتِّبَاعُ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

১। إِيْلَاصُ الْعِبَادَةِ اللّٰهِ - একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির অর্জনের জন্য ইবাদাত করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وَمَا أَمْرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنْفَاءً)

“তাদেরকে শুধুমাত্র একনিষ্ঠভাবে বিশুদ্ধচিত্তে হয়ে আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করার জন্য আদেশ করা হয়েছে”। (সূরা বায়্যিনাহ-৫)

রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেনঃ যাবতীয় কার্জ নিয়্যাত বা সংকল্পের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষ সেটাই পাবে, যার সে নিয়্যাত করবে। অতএব, যে ব্যক্তির হিজরত (স্বদেশ ত্যাগ) আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ও তাঁর রাসূলের জন্য হবে, তাঁর হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এর জন্যই হবে। (সহীহুল বুখারি-২৫২৯)

সুতরাং ইবাদাতে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন না থাকলে তা শিরকে পরিণত হয়ে যায়। আর শির্কযুক্ত ইবাদাত আল্লাহ তা'আলা কখনো কবুল করেন না।

হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমি অংশীদারদের শির্ক (অংশিদারিত্ব) থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, যে ব্যক্তি কোন কাজ করে, আর ঐ কাজ আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে, আমি ঐ ব্যক্তিকে এবং তাঁর শির্কে (শিরকি কর্মকে) প্রত্যাখান করি। (সহীহ মুসলিম-২৯৮৫)

২। اِتِّبَاعُ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ - রাসূলুল্লাহ সাঃ এর সন্নাহর অনুসরণ করাঃ

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে ইবাদাত শিক্ষা দেয়ার জন্য অনেক নাবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। আমাদের ইবাদাত শিক্ষা দেয়ার জন্য শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাঃ কে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং তাঁর অনুসরণ ছাড়া ইবাদাত সঠিক হতে পারে না, ফলে আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করেন না/

সকল প্রকার ইবাদাত একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাঃ এর অনুসরণ করে কোরতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ (مَا اَتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا)

“আর রাসূল সাঃ তোমাদের নিকট যা নিয়ে এসেছেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাকো। (সূরা হাশর-৭)

আমল যতই সুন্দর হোক, আর যতই মূল্যবান মনে হোক রাসূলুল্লাহ সাঃ এর নিয়ম নীতির সাথে না মিললে অবশ্যই তা বিদ'আত ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য। রাসূল সাঃ বলেনঃ

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যার প্রতি আমার কোন নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

(সহীহুল মুসলিম-১৭১৮)

সুতরাং কোন গাউস, কুতুব ও বুজুর্গকে অনুসরণ করে ইবাদাত করলে তা কখনোই কবুলের আশা করা যায় না।

অতএব, আমরা সকল প্রকার ইবাদাত আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আমাদের নাবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর অনুসরণ করে করব।